তারিখ ... 25 SEP 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক সংবাদ

43

অবিরাম আন্দোলন চলছে। এর মধ্যে দাবী মানা না হলে আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর ঢাকাতে সারা দেশের সরকারী কলেজের শিক্ষকদের মহাসমাবেশ হবে এবং ঐ মহাসমাবেশ হতে পরবর্তী বৃহত্তর কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।

এ.এন রাশেদার বক্তব্যে প্রকাশ, ঢাকা শহরের বাইরের সরকারী কলেজগুলোতে ২,৬৮৪টি শিক্ষকের পদ শূন্য পড়ে আছে এবং নবগৃহীত তথা জাতীয়করণকৃত কলেজসমূহে এখন পর্যন্ত প্রয়োজন মোতাবেক ৩,৪০০টি শিক্ষকের পদ সৃষ্টিই করা হয়নি। এ তো গেল শূন্য পদের কথা, যে ব্যাপারটি সবচেয়ে দুঃখজনক তাহলো একজন শিক্ষক প্রভাষক পদে চাকরি শুরু করে ১৫-১৮ বছর ধরে ঐ একই পদে পদোন্নতিহীন পড়ে আছেন। এমনকি অনেকে চাকরির বয়সসীমা অতিক্রম করে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত করছেন ঐ একই পদে থেকে। একজন সরকারী কলেজের শিক্ষকের জন্যে এর চেয়ে বেদনাবহ আর কিছু হতে পারে না। কেন আজ এ অবস্থা? যদিও মহামান্য রাষ্ট্রপতি, বিভাগীয় মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় মাঝেমধ্যেই সগর্বে বলেন, 'শিক্ষকদের সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হবে- যেহেতু শিক্ষকরাই জাতির ভবিষ্যৎ বংশধর, কর্ণধার নির্মাতা' ইত্যাদি। শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা প্রদানে মহামান্য রাষ্ট্রপতির পূর্ণসহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও কোন্ অদৃশ্য লালফিতার দৌরাত্ম্যে সরকারী কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না? হচ্ছে না হাজার হাজার শূন্যপদ পূরণ? নাকি এখানেও নীরবে কাজ করছে বিভাগীয় কিছু আমলাদের বৈরীসুলভ মানসিকতা?

গত ১৩ই আগস্ট '৯০ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র-এর উদ্যোগে "উচ্চশিক্ষা পর্যায় বাংলা মাধ্যম পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনাঃ সমস্যা ও সমাধান" বিষয়ক সেমিনার জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত সেমিনারের অন্যতম প্রবন্ধকার-বক্তা ডঃ করুণাময় গোস্বামী উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে বাংলামাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনা সমস্যা সমাধানে শিক্ষকদের পদোন্নতির বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। একজন শিক্ষককে যদি একই পদে থেকে চাকরি জীবন শেষ করতে হয় তাহলে সেই শিক্ষক যত সৃজনশীল মানসিকতারই হোন না কেন তাঁর একাডেমিক গ্রন্থ প্রণয়নের স্পৃহা জাগ্রত হতে পারে বলে আমি মনে করি না। পেশাগত মানোন্নয়ন সৃজনশীল ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করে বইকি।

সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় শিক্ষা একটি সামাজিক প্রপঞ্চ তথা প্রতিষ্ঠান। জাতীয় এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত শিক্ষকরা আজ পেশাগত জীবনে পদোন্নতিহীন, চরম অবমাননাকর পরিস্থিতিতে বিরাজমান-ফলশ্রুতিতে তারা আন্দোলনের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে আংশিক কর্মবিরতি পালন করছেন এখনো নামেননি শ্লোগানে শ্লোগানে রাজপথে। শিক্ষকদের দাবী আদায়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মত রাজপথে না নামিয়ে শিক্ষানুরাগী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট আবেদন, সরকারী কলেজ শিক্ষকদের ন্যায্য ১৮ দফা দাবী মেনে নিয়ে বাস্তবান করা হোক।

শফিউল ইসলাম,
বি,এ (অনার্স) এম,এ (ডবল)
এল,এল বি,
শিক্ষক, ভূগোল বিভাগ (দিবা),
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ,
ঢাকা।

শিক্ষকদের পদোন্নতিঃ প্রসঙ্গ কথা

২২শে সেপ্টেম্বর '৯০ সংখ্যা দৈনিক সংবাদ-এ 'শিক্ষকদের পদোন্নতি ঃ প্রসঙ্গ কথা' শিরোনামের উপসম্পাদকীয়টি লেখার জন্যে এ,এন রাশেদাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। লেখাটি অত্যন্ত সময়োপযোগী, কেননা শিক্ষকদের পদোন্নতিসহ ১৮ দফা দাবী পূরণের জন্যে বাংলাদেশ সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতির আহ্বানে সারাদেশে সরকারী কলেজসমূহে দৈনিক কয়েক ঘন্টা কর্মবিরতিসহ